Subscribe Online: www.swarnakshar.in ISSN 0971-8885 জানুয়ারি ২০১৯ □ ২৫ টাকা □ ১

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

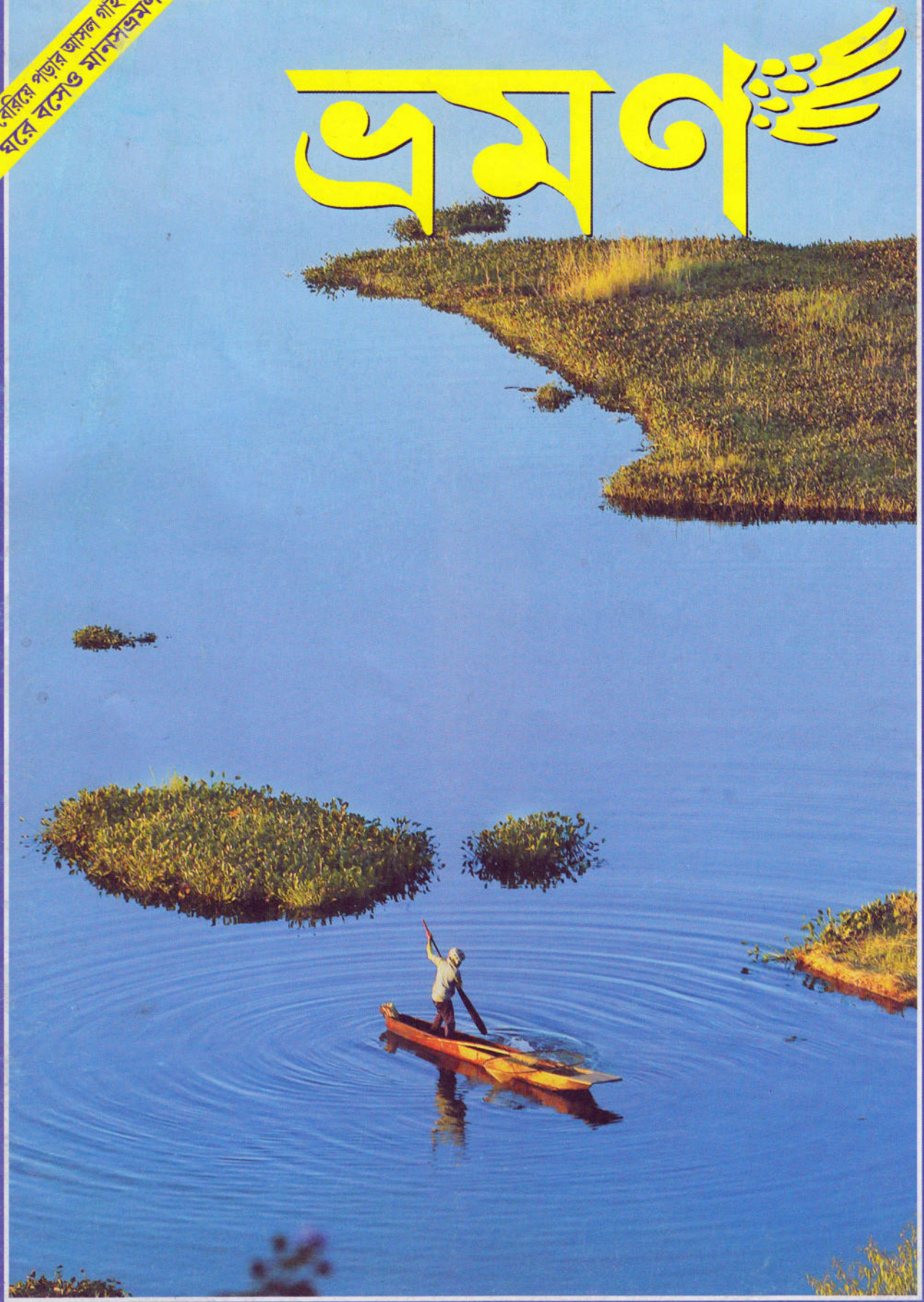

মণিপুরের লোকতাক লেক

ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি

ঝাড়গ্রাম

শাল, পিয়াল, মহুয়ার দেশ। ঋতুতে ঋতুতে তার নানা রূপ, নানা রং। কোথাও রুখাশুখা, আবার কোথাও সবুজের সমারোহ। লালমাটির ঝাড়গ্রামের মূল আকর্ষণ রাজবাড়ি। আজ আর রাজ্যপাট নেই, কিন্তু রয়ে গিয়েছে রাজপ্রাসাদ। মল্লদেব বংশীয় রাজারা এখানে প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেছেন। ইচ্ছে হলেই ১৯৩১ সালে তৈরি রাজা নরসিংহ মল্লদেবের রাজবাড়িতে থাকা যায়।

ঝাড়গ্রাম থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির আরও এক আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। প্রায় ৩০০ প্রজাতির গাছগাছালির মাঝে কনকদুর্গা মন্দির। পাশে বয়ে চলেছে ডুলুং নদী। নদীতে নৌবিহারের ব্যবস্থা আছে। চিল্কিগড়ের ভগ্নপ্রায় রাজবাড়ি ও রামেশ্বর মন্দির দেখে নিতে পারেন।

ঝাড়গ্রাম থেকে ঘুরে নিতে পারেন ৫৬ কিলোমিটার উত্তরে বেলপাহাড়ি। শাল, পিয়াল, মহুয়ার ছায়ায় পাহাড়ঘেরা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। বেলপাহাড়ি হয়ে চলে আসুন তারাফেনি নদীর পাড়ে ঘাগড়া। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। মাঝে ঢাউস ঢাউস পাথরের খাঁজে চলকে আসা তারাফেনি নদীর জলোচ্ছাস মন মাতিয়ে দেবে। কান্দারানি লেক আরও এক দ্রষ্টব্য। ঝাড়গ্রামের মিনি চিড়িয়াখানাটিও ঘুরে নিতে পারেন।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার ভালো ট্রেনগুলি হল ১২৮৭১ ইস্পাত এক্সপ্রেস, ১২৮১৩ টাটা স্টিল এক্সপ্রেস, ২২৮৯১ হাওড়া-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (বুধ, বৃহস্পতি, শনি), ১২৮৬৫ লালমাটি এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শনি)। এছাড়া সাঁতরাগাছি থেকে রয়েছে ৬৮০০১ সাঁতরাগাছি-ঝাড়গ্রাম মেমু লোকাল (শনি ও রবি বাদে) এবং শালিমার স্টেশন থেকে রয়েছে ১৮০৩০ শালিমার এল টি টি কুরলা এক্সপ্রেস। কলকাতা থেকে সড়কপথে ঝাড়গ্রাম ১৬৬ কিলোমিটার। গাড়িতে ঘণ্টাচারেক সময় লাগে।

কোথায় থাকবেন

ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতেই পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের **ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি ট্যুরিজম প্রোজেক্ট**, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। ওয়েবসাইট: www.wbtdcl.com

এছাড়া রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের **ঝাড়গ্রাম প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র**, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা। ওয়েবসাইট: www.wbfdc.net

প্রাইভেট হোটেল: **দ্য প্যালেস ঝাড়গ্রাম** (☎৬২৯৪০-২৪৩১৯), ক্লাসিক ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,০০০ টাকা, প্রিমিয়াম ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা। চার শয্যার ফ্যামিলি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৪,০০০ টাকা। এক্সিকিউটিভ স্যুইটের ভাড়া ৪,৫০০ টাকা। রয়্যাল স্যুইটের ভাড়া ৫,৫০০ টাকা এবং রয়্যাল গেস্টহাউসের ভাড়া ৭,০০০ টাকা।

ওয়েসিস হোমস্টে, ভাড়া ১,০০০-২,২০০ টাকা।

নিরিবিলি হোমস্টে, ভাড়া ১,৫০০ টাকা।

চেতনা হোমস্টে, ভাড়া ১,২০০-২,৫০০ টাকা।

ডুলুং গেস্টহাউস, নন এ সি ঘরের ভাড়া ৬০০-৭৫০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,২৫০-২,০০০ টাকা। এ সি চার শয্যা ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎৯৫৯৩৮-৩৩৭১১।

ওয়েবসাইট: www.jhargramtourism.com

হাতিবাড়ি

ঝাড়গ্রাম থেকে গোপীবল্লভপুরের কাছে এক অসাধারণ বন-ঠিকানা হাতিবাড়ি। একসময় হাতিদের করিডর ছিল। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড তিন রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় এর অবস্থান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা নদী। ব্রিজ পেরিয়ে গোপীবল্লভপুর থেকে ডানদিকে ঘুরতেই পিচরাস্তা ধরে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে হাতিবাড়ি। বাঁদিকে আকাশমণি, শাল, পিয়াল, সেগুনের জঙ্গলমহল। দেখা মিলবে সুবর্ণরেখা নদীরও। একসময় এ নদীর বালির সঙ্গে নাকি বয়ে আসত সোনা। সেই সোনার খোঁজে স্থানীয় মানুষজন নদীর পাড় চষে বেড়াত। দূরে পাহাড়ের সারি, নদীর বুকে মাছের খোঁজে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা। বিশাল বিশাল পাথর নদীর বুকে উঁচিয়ে আছে, ইচ্ছে হলেই নদীতে স্নানও সেরে নিতে পারেন। শীতে দেখা মিলতে পারে পরিযায়ী পাখিদের।

নদীপাড়ে বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে। নদীর পাড়ে মনোরম পরিবেশে সুন্দর বনবাংলো। শীতের সকালে প্রচুর পাখি আসে এখানে। বাংলো প্রাঙ্গণ তখন পাখিদের কলতানে মুখরিত।

বেড়িয়ে আসতে পারেন গোপীবল্লভজিউ-র মন্দির থেকে। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী মুগ্ধ করবে। নদীর ওপাড়ে রয়েছে ছবির মতো

সাজানো গ্রাম ডোমজুরি, নৌকা ভাড়া করে ঘুরে দেখে নিতে পারেন। রয়েছে ঝিল্লি বাঁধ ও সংলগ্ন লেক। শীতে এখানে প্রচুর পরিযায়ী পাখির আনাগোনা। দেখে নিন কেন্দুগড়ির পদ্মপুকুর ও রামেশ্বর মন্দিরটি। রাম-সীতা এখানে নাকি বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে চলে আসুন ঝাড়গ্রাম। এখান থেকে বাসে অথবা গাড়িতে ৬২ কিলোমিটার। কেওনঝড়গামী বাসেও হাতিবাড়ি চলে আসা যায়।

কোথায় থাকবেন

থাকার জন্য রয়েছে **হাতিবাড়ি বনবাংলো** (☎৮৯৭২৮-৪০৫৩৯), এখানে ৪টি দ্বিশয্যার ঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,০০০ টাকা।